গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১১ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bkkb.gov.bd

নং ০৫.৮১.০০০০.০০১.০১.০০৩.০৪ (অংশ-৪).৭৫২ (৪৪)

তারিখ: ১৬/০৭/২০১৯ খ্রি.

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তম বোর্ড সভা গত ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ফয়েজ আহম্মদ এর সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভার কার্যবিবরণী জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে এর সাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ৩০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সত্যব্রত সাহা
মহাপরিচালক (সচিব)
ফোন : ৪৯৩৪৯৩২৩
ফ্যাক্স : ৯৩৩৫৩৪৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

০১। সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
০৩। অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার ও সভাপতি, আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ।
০৫। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
০৬। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
০৭। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
০৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন।
০৯। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও সমন্বয়), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৩। যুগ্মসচিব (সচিবালয় ও কল্যাণ), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১৪। যুগ্মসচিব(মতামত), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
১৫। পরিচালক(প্রশাসন)/পরিচালক(উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল/রংপুর।
১৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮। উপসচিব, সচিবালয় শাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
১৯। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২০। উপপরিচালক (প্রশাসন)/উপপরিচালক(উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২১। উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/ময়মনসিংহ।
২২। প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৩। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)/সহকারী পরিচালক (কর্মসূচি), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৪। গবেষনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৫। হিসাবরক্ষণ অফিসার, কল্যাণ তহবিল/বোর্ড তহবিল, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৬। পরিবহণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়কে অবহিত করণের জন্য)।
২৮। অফিস কপি।

Scanned by CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তম বোর্ড সভা ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ বিকাল ০৪.৪৫ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ফয়েজ আহম্মদ এর সভাপতিত্বে তাঁর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট – 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য সচিব-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি ১.০। গত ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯তম সভার কার্যবিবরণী সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীর কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত (Confirm) করা হয়। অতঃপর বিগত ২৫ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২৯তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

(i) বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সানুনয় নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সময় চেয়ে প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ৩০/০১/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বেলা ১১.০০ টায় নক্সাটি দেখেছেন। অতঃপর তিনি কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে অনুযায়ী ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবনের নক্সাটির পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ii) শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি ও ভাড়া ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে। গত ২৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে র‍্যাব-২/২২২২/কিউ/০১৯৫ নং স্মারকের মাধ্যমে চুক্তির মেয়াদ ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। এছাড়া উক্ত সেন্টারটি খালি করে দেয়ার জন্য গত ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০১.০৩.০২৮.৮৫(খন্ড-২)-৩২৪ নং স্মারকের মাধ্যমে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোন তথ্য বা জবাব পাওয়া যায় নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত : (১) ভবনটির ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
(২) শেরেবাংলানগরস্থ কমিউনিটি সেন্টারের চুক্তির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি ও ভাড়া পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড;
(২) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;
(৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর;
(৪) পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

Scanned by CamScanner

(খ) **বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।**

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় ২০ (বিশ) তলা বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য গত ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে ০৫.৮১.০০০০.০০২. ১৬.০০৯.০১-৩২৫ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। স্থাপত্য অধিদপ্তর ১৩/০৩/২০১৯ তারিখে ৪৯৬/স্থা: স্মারকে ২০ (বিশ) তলা বহুতল ভবন নির্মাণের চাহিদাসমূহ প্রণয়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নির্ধারণের জন্য প্রত্যাশী সংস্থা, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহকারে একটি সমন্বয় সভা আহবান করা যেতে পারে। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সহকারে একটি সমন্বয় সভা আহবান করতে হবে।

বাস্তবায়নে : (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।
(৩) সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ।

(গ) **স্টাফবাসের গ্যারেজের স্থান নির্বাচন।**

স্টাফবাসের গ্যারেজের স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে ১৫/০৭/২০১৮ তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০১.০৩. ০৫৯.১৩-৩১৬ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার ঢাকাকে স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির গাড়িগুলোর জন্য একটি মেরামত কারখানা ও গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় ০৪/১২/২০১৮ তারিখের ০৫.৮১. ০০০০.০০১.০৩.০৫৯.১৩-৫৬৩ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৭/১১/২০১৮ তারিখে সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা-কে গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার স্টাফবাস কর্মসূচির গাড়িগুলোর মেরামত কারখানা ও গ্যারেজ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি খাস জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে : (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।

(ঘ) **সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে কোন কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনা।**

মহাপরিচালক সভাকে জানান যে, সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পূর্ব-আলোচনা প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সময় নেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। উপস্থিত সকল সদস্য এতে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে।

বাস্তবায়নে : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(ঙ) **২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা নতুন গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত:**

স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ৭টি ৫২ সিটের গাড়ি ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল, যা ব্যয় হয়নি। উক্ত অর্থ দ্বারা ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ও কারিগরী দিক বিবেচনা পূর্বক গাড়ী ক্রয়ের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : স্টাফবাস পরিচালনার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ও কারিগরী দিক বিবেচনা পূর্বক গাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

Scanned by CamScanner

(চ) **বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি বিষয়ক আলোচনা:**

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বোর্ডের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বশেষ সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাইভেট ব্যাংকে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ জমা রাখার সুযোগ থাকায় ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ ও সুনাম বিবেচনায় প্রাথমিকভাবে সিটি ব্যাংক লি. কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা ৭.৩৫ কোটি (সাত কোটি পয়ত্রিশ লাখ) টাকা ৮.৫০% লাভে বিনিয়োগ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের বিনিয়োগের সুযোগ থাকলে ব্যাংকের সামর্থ, সুনাম ও অবস্থা বিবচেনা করে সর্বোচ্চ লাভে বিনিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও সোনালী ব্যাংক লি. এর বিভিন্ন মেয়াদে সর্বোচ্চ ৬%-৭% লাভে মোট ১৪৪.০০ কোটি টাকা এবং জনতা ব্যাংক লি. এর বিভিন্ন শাখায় ৬%-৭% লাভে মোট ১১৮.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এ সব বিনিয়োগ নবায়নকালীন সর্বোচ্চ হারে বিনিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নতুন এফডিআর-এ বিনিয়োগকালীন প্রাইভেট ব্যাংক সমূহের মধ্যে যে সব ব্যাংকের সুনাম ও সক্ষমতা এবং অবস্থা ভালো ঐ সব ব্যাংকে বিনিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: তফসীলভুক্ত বেসরকারি ব্যাংকসমূহের সুনাম, সক্ষমতা ও অবস্থান যাচাই করে সিটি ব্যাংক লি, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকায় ৭.৩৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় বোর্ডের বিনিয়োগে লাভের হার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/জমি সংগ্রহ।

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/ জমি সংগ্রহের বিষয়ে গত ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে ০৫.৮১. ০০০০.০০১.০৩.০৮৮.১৮-৩২১ নং স্মারকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহকে পত্র প্রেরণ করা হয়। বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ এ বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বিভাগীয় কার্যালয় রংপুর ০.৬৬ একর জমি প্রতীকীমূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

সিদ্ধান্ত : বিভাগীয় কার্যালয় রংপুর এর জন্য ০.৬৬ একর জমি প্রতীকীমূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ এর বিভাগীয় কমিশনারগণকে পুনরায় পত্র দিয়ে তাগিদ প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(জ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস সার্ভিস ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মিত ও অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীদের চাকরি বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক আলোচনা।

বিজ্ঞ আদালতের রায় অনুসারে স্টাফবাস সার্ভিস ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদেরকে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব নয় মর্মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি শাখা হতে অবহিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালতের রায় অনুসারে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনান্তে একটি বাস্তব সম্মত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : স্টাফবাস সার্ভিস ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদেরকে নিয়মিত করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ আদালতের রায় অনুসারে একটি বাস্তব সম্মত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি ২.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ সংশোধনের ফলে কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি; কল্যাণ অনুদান ও যৌথবীমার অনুদান বৃদ্ধিকরণ।

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, গত ১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রণিত হয়েছে। এই সংশোধনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম এবং সুবিধাভোগীদের কল্যাণ ভাতা ও অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ। ইতোমধ্যে ১৬/১১/২০১৬ তারিখে ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০০১. ১৬.১২০ নং স্মারকে অর্থ বিভাগের প্রবিধি-১ শাখা হতে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ৫০/- টাকা হতে ১৫০/- এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ৪০/- টাকা হতে ১০০/- টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন অনুদান যেমন: মাসিক কল্যাণ ভাতা ১,০০০/- টাকা হতে ২,০০০/- টাকা, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা হতে ৪০,০০০/- টাকা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান ৫,০০০/- টাকা হতে ১০,০০০/- টাকা এবং যৌথবীমার এককালীন অনুদান ১,০০,০০০/- টাকা হতে

Scanned by CamScanner

২,০০,০০০/- টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ভাতা, চাঁদা ও প্রিমিয়াম আইনে উল্লেখ থাকার কারণে সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে আইন সংশোধন করা হয়েছে। চাঁদা বৃদ্ধি তারিখ কার্যকর করার ৬ মাস পর ভাতাদি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যেতে পারে। কারণ কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির ফলে প্রাপ্ত আয় বোর্ডের তহবিলে আসতে কমপক্ষে ৩-৪ মাস সময় লাগে। বোর্ডের সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ জমা হওয়ার পূর্বে তা কার্যকর করা হলে যথাসময়ে তা পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। সভাপতি বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কবে থেকে কার্যকর হবে সে বিষয়ে অনুমোদনের পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ও যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী অক্টোবর, ২০১৯ হতে এবং বিভিন্ন অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী এপ্রিল, ২০২০ হতে কার্যকর করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচি ৩.০। কল্যাণ বোর্ডের ৩টি সেবা "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান" এর সহজিকৃত ফরম অনুমোদন এবং অনলাইন আবেদন ব্যবস্থা চালুকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩টি সেবা "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান" একীভূতকরণ সংক্রান্ত ইনোভেশন উদ্যোগ গত ১৬/১০/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। ৪টি পৃথক ফরম সমন্বয় করে ১টি ফরম (ফরম নং-২) তৈরি করে ২২/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিপত্র জারি করে জানুয়ারী, ২০১৭ খ্রি. থেকে সারা দেশে নতুন ফরমে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়।

পরবর্তীতে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩টি সেবার সমন্বিত ফরম নং-২ এবং ফরমের সাথে দাখিল যোগ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সহজিকরণের জন্য গত ২৫/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিষয়টি নিরীক্ষান্তে একটি প্রস্তাবিত সংশোধিত ফরম প্রস্তুত করে। এতে ফরমের সাথে দাখিল যোগ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির পূর্বের ও বর্তমানের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

সেবার নাম	পূর্বের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি	বর্তমানে প্রস্তাবিত কাগজপত্রাদি
কল্যাণ অনুদানের ক্ষেত্রে	১৪টি	৯টি
যৌথবীমা অনুদানের ক্ষেত্রে	১১টি	৬টি
দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদানের ক্ষেত্রে	৬টি	৫টি

৩টি সেবার জন্য - একই কাগজপত্র দিয়ে ১টি ফরমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করার জন্য Combined Online Software তৈরি করা হয়েছে এবং পাইলটিং চলছে। বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে সফটওয়্যারটি বাস্তবায়নের জন্য আগস্ট-অক্টোবর/২০১৯ এ তিন (৩) মাস পাইলট প্রক্রিয়া চলবে বলে সভায় জানানো হয়।

৩টি সেবার সহজীকৃত সমন্বিত ফরম নং-২, ফরমের সাথে দাখিল যোগ্য প্রস্তাবিত কাগজপত্রাদি এবং Combined Online Software ব্যবহার করে উক্ত ফরমের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের প্রস্তাব বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলেই একমত পোষণ করেন যে, ফরমের সাথে দাখিল যোগ্য প্রস্তাবিত কাগজপত্রাদি পূর্বের চেয়ে কমেছে বিধায় সহজিকৃত সমন্বিত ফরম নং-২ অনুমোদন করা যায়। একইসাথে ৩টি সেবার জন্য - একই কাগজপত্র দিয়ে ১টি ফরমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন একটি যুগান্তকারী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তাই উন্নয়নকৃত Combined Online Software ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের বিষয়টিও অনুমোদন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: (ক) কল্যাণ বোর্ডের ৩টি সেবা "কল্যাণভাতা, যৌথবীমা ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুদান" এর সহজিকৃত সমন্বিত ফরম নং-২, ফরমের সাথে দাখিলযোগ্য প্রস্তাবিত কাগজপত্রাদি অনুমোদন করা হলো।

(খ) ৩টি সেবার জন্য উন্নয়নকৃত Combined Online Software ব্যবহার করে উক্ত ফরমের মাধ্যমে অনলাইন কার্যক্রমটির সফল পাইলটিং সম্পন্ন হওয়ার শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

Scanned by CamScanner

আলোচ্যসূচি ৪.০। জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদানের ন্যায় সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের অর্থ সরকারি তহবিল হতে মঞ্জুরসংক্রান্ত।

বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অধীনে ৩ (তিন)টি তহবিল রয়েছে। তহবিলগুলো হলো (১) বোর্ড তহবিল (২) কল্যাণ তহবিল ও (৩) যৌথবীমা তহবিল। উক্ত তহবিলগুলোর মধ্য হতে বোর্ড তহবিলের কার্যক্রমগুলো সরকারি অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের যৌথবীমা অনুদানও সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা হয়। কিন্তু কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম বোর্ডের নিজস্ব আয় হতে পরিশোধ করা হয়। বোর্ডের নিজস্ব আয়ের মধ্যে রয়েছে ১) কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত চাঁদা ও ২) এফডিআর মুনাফা। এই ২ খাত হতে বছরে প্রায় ৫৪ (চুয়ান্ন) কোটি টাকা পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, কল্যাণ তহবিল হতে ১) মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পরিবারকে মাসিক অনূর্ধ্ব ১০০০/- টাকা; ২) সাধারণ চিকিৎসা খরচ বাবদ আবেদনকারী প্রত্যেক কর্মচারীকে বছরে অনূর্ধ্ব ২০,০০০/-; ৩) মৃত, অক্ষম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা ও ৪) দাফন বাবদ সাহায্য প্রদান করা হয়। উক্ত খাতগুলোতে বছরে প্রায় ১১০ (একশত দশ) কোটি টাকা ব্যয় হয়। প্রতি বছর এ ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এফডিআর এর সুদের হার কমে যাওয়ায় বোর্ডের আয় হ্রাস পাচ্ছে এবং কল্যাণ তহবিল হতে সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানে বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। বোর্ডের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাইভেট ব্যাংকে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ জমা রাখার সুযোগ থাকায় ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ, সক্ষমতা ও সুনাম ভালো ঐ সব ব্যাংকে বিনিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা মঞ্জুরি সরকারের অনুদান হতে পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত মঞ্জুরির সাথে যদি সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের টাকা সরকার হতে পাওয়া যায় তাহলে কল্যাণ তহবিলের মূল কার্যক্রম অর্থাৎ কল্যাণ ভাতা প্রদানের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। এর ফলে গ্রাহকরাও খুব দ্রুত সেবা পাবে। উল্লেখ্য সাধারণ চিকিৎসা বাবদ বছরে ১৫ (পনের) কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

সিদ্ধান্ত : সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের অর্থ সরকারি তহবিল হতে মঞ্জুর করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৫.০। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচির জন্য ০১ (এক) জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ০১ (এক) জন ইলেকট্রিশিয়ান আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান

বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টার এর ০২ টি পৃথক শাখা রয়েছে। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি শাখাটি সেগুনবাগিচাস্থ ১ম ১২তলা সরকারি অফিস ভবন সংলগ্ন ৩ ও ৪ নং টিনসেডে অবস্থিত এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারটি এজিবি কলোনী, মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি শাখায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে ইলেকট্রিশিয়ান এর কোন পদ নেই। উল্লেখ্য যে, স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ বোর্ড সভার মাধ্যমে সৃজন করা হয়েছে। বোর্ড সভার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইতোপূর্বে সৃজিত সকল পদে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অনুরুপভাবে বোর্ড সভায় পরিচ্ছন্নতাকর্মীর ০১ (এক) টি পদ ও ইলেকট্রিশিয়ান এর ০১ (এক) টি পদ সৃজনপূর্বক আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০১ (এক) জন ইলেকট্রিশিয়ান ও ০১(এক) জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ সৃষ্টি করা হলো।

বাস্তবায়নে : পরিচালক (উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৬.০। মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী সকল কোর্সের কোর্স ফি ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্থলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ সংক্রান্ত।

বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ০৩ (তিন) মাস মেয়াদী (সেলাই, এমব্রয়ডারী ও ব্লকপ্রিন্ট) এর কোর্স ফি ৩০০/- (তিনশত) টাকা

Scanned by CamScanner

নির্ধারিত রয়েছে। মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্সসমূহ-কে যুগোপযোগী ও মানসম্মতকরণের লক্ষ্যে সকল কোর্সের কোর্স ফি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : কোর্সের কোর্স ফি ৩০০/- (তিনশত) টাকা টাকার স্থলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হলো।

বাস্তবায়নে : পরিচালক(উন্নয়ন), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৭.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান ।

বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা, ২০১৮ গত ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয়সমূহে শুধুমাত্র স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী (বেসামরিক/সামরিক) গৃহ নির্মাণ ঋণ সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও বোর্ডের কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যাবতীয় আর্থিক সুবিধা ভোগ করছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে এ বোর্ডের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন যে, এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। নীতিমালা প্রণয়নের পর গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। সভায় সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত : সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মচারীদের আবাসনের জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৮.০। স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান বৃদ্ধিকরণ।

স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সাহায্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে জীবনযাত্রা ও চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অনুদান অতি সামান্য। সে বিবেচনায় স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সাহায্যে ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সভাপতি এ বিষয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করলে বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ একমত পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত : স্টাফবাস সার্ভিস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের সাধারণ চিকিৎসা অনুদান ১০,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধির বিষয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ৯.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রেডের ২১টি পদ এবং অফিস সহায়ক এর ১৫টি পদ সৃষ্টি করার প্রশাসনিক অনুমোদনসংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে 'জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান' সেবা কার্যক্রম **Automation Software** এর মাধ্যমে সম্পাদন প্রক্রিয়া ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ৪টি সেবা কার্যক্রম **Automation Software** এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে, ২টি সেবার **Online Application System** চালু করা হয়েছে, ৫টি অনুদানের মঞ্জুরিকৃত অর্থ সেবাপ্রার্থীর ব্যাংক হিসাবে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রদানের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীকে অবহিত করা হচ্ছে। **এছাড়া আরও একটি Combined Online Software উন্নয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ৩টি সেবার আবেদন একই ফরমে গ্রহণ করা হবে ও একসাথে অনুমোদন প্রদান করা হবে।** উল্লেখ্য যে, **"ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মচারী কল্যাণ কার্যক্রমের উন্নয়ন"** এর জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড জাতীয় পর্যায়ে **'জনপ্রশাসন পদক ২০১৮' অর্জন করেছে।**

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া এবং তৃণমূল পর্যায়ে সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বোর্ডের এসকল সেবা কার্যক্রম সারা দেশে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় আইসিটি সংশ্লিষ্ট জনবল না থাকায় এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সারাদেশে উল্লিখিত সেবা কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে সভাকে অবহিত করা হয়।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে বিভিন্ন গ্রেডের বিদ্যমান অনুমোদিত সর্বমোট পদ ২৮২টি। তন্মধ্যে আইসিটি বিষয়ক ৩৪টি পদ নিম্নরূপ:

পদের নাম	গ্রেড	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সিস্টেম এনালিস্ট	৫ গ্রেড	১টি (প্রধান কার্যালয়)	--
প্রোগ্রামার	৬ গ্রেড	১টি (প্রধান কার্যালয়)	৯টি (প্রধান কার্যালয় - ১টি ও বিভাগীয় কার্যালয়- ৮টি)
সহকারী প্রোগ্রামার	৯ গ্রেড	১০টি (প্রধান কার্যালয় - ২টি ও বিভাগীয় কার্যালয়- ৮টি)	১টি (প্রধান কার্যালয়)
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	৯ গ্রেড	১টি (প্রধান কার্যালয়)	১টি (প্রধান কার্যালয়)
কম্পিউটার অপারেটর	... গ্রেড	১২টি (প্রধান কার্যালয় - ৪টি ও বিভাগীয় কার্যালয়- ৮টি)	১০টি (প্রধান কার্যালয় - ২টি ও বিভাগীয় কার্যালয়- ৮টি)
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬ গ্রেড	৯টি (প্রধান কার্যালয় - ১টি ও বিভাগীয় কার্যালয়- ৮টি)	--
অফিস সহায়ক	২০ গ্রেড	--	১৫টি (প্রধান কার্যালয় - ৭টি ও বিভাগীয় কার্যালয়- ৮টি)

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলেই একমত হন যে, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কল্যাণ বোর্ডের ডিজিটালাইজড সেবাসমূহকে বিভাগীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেট করার জন্য আইসিটিতে দক্ষ জনবল প্রয়োজন। তবে এ পদ সৃষ্টি পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি আরো যাচাই/বাছাই করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রেডের ২১টি পদ এবং অফিস সহায়ক এর ১৫টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাবটি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করতে হবে।**

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ১০.০। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পদসমূহ সংরক্ষণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩টি পদ এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি পদসহ মোট ২১০টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ (Retention) করা হয়ে থাকে। ২৯ তম বোর্ড সভায় উক্ত পদসমূহ ৩০শে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সংরক্ষণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিল। স্টাফবাস কর্মসূচি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উক্ত ২১০টি পদ ৩০শে জুন, ২০২০ পর্যন্ত পদসমূহ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর স্টাফবাস কর্মসূচির ১৬৩ টি ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টিসহ মোট ২১০টি পদ ১ জুলাই, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত সংরক্ষণের (Retention) প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্যসূচি ১১.০। বিবিধ:

(ক) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিভিন্ন সভার সম্মানী বৃদ্ধিকরণ;

বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে বোর্ড সভার সম্মানী ২,০০০/-, উপকমিটির সম্মানী ১,০০০/-, বাছাই কমিটির সম্মানী ৫০০/- হারে প্রদান করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বিভিন্ন সভার সম্মানী বৃদ্ধি করেছে। তাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ নির্দেশনার আলোকে সরকারি দপ্তরসমূহের ন্যায় বোর্ডের বিভিন্ন সভার সম্মানীর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রস্তাবে সকলেই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত : বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বোর্ড সভার সম্মানী ৩,০০০/- টাকা, উপকমিটির সভার সম্মানী ২,০০০/- টাকা, বাছাই কমিটির সভার সম্মানী ১,০০০/- টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

Scanned by CamScanner

(খ) তথ্য কমিশন ও জাতীয় জাদুঘর-কে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভূক্ত

বোর্ডের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, তথ্য কমিশন ও জাতীয় জাদুঘর এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বোর্ডে হতে প্রদত্ত সুবিধাদি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। তথ্য কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আরো পর্যালোচনার প্রয়োজন বিধায় তথ্য কমিশনের বিষয়টি আগামী বোর্ড সভার উপস্থাপন করা যায় মর্মে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড মতামত দেন। বোর্ডের তালিকাভূক্ত এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এ দু'টি প্রতিষ্ঠানকে বোর্ডের তালিকাভূক্তির বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মহাপরিচালক বিশেষ বিবেচনায় জাতীয় জাদুঘর-কে বোর্ডের তালিকাভূক্ত করার প্রস্তাব দেন। সভায় এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভূক্ত ১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ন্যায় জাতীয় জাদুঘর-কে আওতাভূক্ত করা হলো।**

বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/৭/২০১৯

(ফয়েজ আহম্মদ)
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

ফয়েজ আহম্মদ
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Scanned by CamScanner